মেহেরপুরে এক ট্রাভেল এজেন্সিতে ৫ লাখ ৪৮ হাজার টাকা চুরি

মেহেরপুরের হোটেল বাজারস্থ নিমতলা আব্দুল্লাহ প্লাজায় অবস্থিত এটিসি এয়ার টিকিটিং নামের একটি ট্রাভেল এজেন্সিতে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার দিকে চুরির ঘটনা ঘটেছে।

এতে মোট ৫ লাখ ৪৮ হাজার টাকা চুরি হয়েছে বলে অভিযোগ দায়ের করেছেন প্রতিষ্ঠানের মালিক মোঃ রবিউল ইসলাম।

অভিযোগ সূত্রে জানা যায়, প্রতিদিনের মতো গত ১০ ডিসেম্বর সারাদিন ব্যবসা পরিচালনা করে রাত ৮টার দিকে দোকান বন্ধ করে বাসায় যান। কিন্তু পরদিন ১১ ডিসেম্বর সকাল ১০টার দিকে কর্মচারী জাহিদ হাসানকে নিয়ে দোকান খুলতে গিয়ে দেখতে পান, সার্টারের দুইটি তালা ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে।

পরবর্তীতে আশপাশের লোকজনকে ডেকে প্রতিষ্ঠানের ভেতরে প্রবেশ করে দেখা যায় দোকানের জিনিসপত্র এলোমেলো, লকার ও ড্রয়ার ভাঙা। ড্রয়ারে থাকা ১ লাখ ৩৭ হাজার ৩৪৩ টাকা এবং স্টিলের আলমারির লকারে থাকা ৪ লাখ ১১ হাজার টাকা মোট ৫ লাখ ৪৮ হাজার টাকা চুরি হয়েছে।

ঘটনার পর সিসি ক্যামেরার ফুটেজ পর্যালোচনা করে দেখা যায়, পাঁচজন মুখোশ ও টুপি পরিহিত ব্যক্তি এতে জড়িত। এর মধ্যে দুইজন দোকানের ভেতরে প্রবেশ করে এবং তিনজন বাইরে পাহারায় ছিল।

এ ঘটনায় থানায় অজ্ঞাতনামা চোরদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

দামুড়হুদায় আলমারী ভেঙ্গে প্রায় ৫ লাখ টাকা চুরির অভিযোগ

দামুড়হুদার পুড়াপাড়ার তাম্মী পোল্ট্রি ফার্মের আলমারী ভেঙ্গে ব্যবসায়ীর ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা চুরির অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় হাবিবুর রহমান হাবীব ও তার সহযোগী জহির কে স্থানীয়দের সহযোগিতায় হেফাজতে নেয় দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।

গতকাল শনিবার রাত ১১ টার দিকে তাদেরকে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়। এরা হলো দামুড়হুদা উপজেলা সদরের দশমী পাড়ার বকুল হোসেনের ছেলে হাবিবুর রহমান হাবীব ও একই পাড়ার মৃত আবুল কালামের ছেলে জহির হোসেন। এবিষয়ে ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী শমশের আলী বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় ৩ জনকে আসামি করে একটি অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগ সুত্রে জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার পুড়াপাড়া গ্রামের খোদা বক্স শেখের ছেলে শমশের আলী দামুড়হুদা পুড়াপাড়ায় অবস্থিত তাম্মী পোল্ট্রি ফার্মে ভূষি মালের আড়ত করে দীর্ঘদিন যাবত ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিলেন।

অভিযুক্তদের সাথে সখ্যতা থাকার কারনে তারা প্রায় দিন আড়তে আসা যাওয়া করতো। এরই এক পর্যায়ে শনিবার বিকেল ৪টার দিকে অভিযুক্তরা শমশের আলী’র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে যাই। আছরের আজান হলে তাদেরকে অফিসে রেখে শমসের আলী নামাজ পরতে যাই। এসে দেখে কেউ নেই। অফিসের আলমারির তালা ভাঙ্গা ও ড্রয়ার মেঝেতে পরে আছে। ওই ড্রয়ারে নগদ ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা রাখা ছিলো। যা চুরি হয়ে যায়। এসময় শমশের আলীর ডাক চিৎকারে ফার্মের কর্মরত শ্রমিকরা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে।

শ্রমিকরা জানায় দামুড়হুদা দশমীপাড়ার বকুল হোসেনের ছেলে হাবিবুর রহমান হাবীব একই পাড়ার মৃত আবুল কালামের ছেলে জহির হোসেন ও দামুড়হুদা গার্লস স্কুল পাড়ার খোকন হোসেনের ছেলে কাশেম আলী ঘরে ঢুকেছিল। এরপর হাবিবুর রহমান ও জহির হোসেন ঘটনাস্থলে আসলে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা ঘটনা অস্বীকার করে। উপস্থিত জনতা উত্তেজিত হয়ে তাদেরকে উত্তম মাধ্যম দিয়ে তাদেরকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ ২ জনকে হেফাজতে নেয়। পরে বাদী ও বিবাদীদ্বয় এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হয়ে নিজেরায় ২ লক্ষ

টাকায় আপোষ মিমাংসা করে এবং থানা থেকে অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিলে পুলিশ হেফাজতে নেওয়া ২ জনকে ছেড়ে দেয়।

উল্লেখ্য হাবিবুর রহমান হাবীব দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক। এ ঘটনায় দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবের এক জরুরী সভার আহবান করা হয়। সভায় দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবীব এর বিরুদ্ধে টাকা চুরির অভিযোগ উঠলে তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করা হয়। টাকা চুরির দায়ে সে দামুড়হুদা মডেল থানা হেফাজতে আছে। তার বিরুদ্ধে টাকা চুরির বিষয়ে পত্র পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। যার কারনে তার দ্বারা প্রেসক্লাব সহ সাংবাদিকদের সম্মানহানি হয়েছে। যারফলে উপস্থিত সকলের সর্বসম্মতিক্রমে দামুড়হুদা উপজেলা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে মোঃ হাবিবুর রহমান হাবীব কে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয় এবং সাধারণ সভায় তদন্ত সাপেক্ষে স্থায়ীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

এবিষয়ে ব্যবসায়ী ও দৈনিক আকাশ খবর পত্রিকার দামুড়হুদা প্রতিনিধি সাংবাদিক শমসের আলী বলেন, আমি হাবীব কে নিজের ছোট ভাই এর মতো ভালোবাসতাম। সে আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সে আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা আলমারি ভেঙ্গে চুরি করেছে। আমি থানায় লিখত অভিযোগ দিয়েছিলাম। পরে স্থানীয় ভাবে আপোষ মিমাংসা হলে থানা থেকে অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির বলেন, কারো কোন অভিযোগ না থাকায় তাদেরকে পরিবারের জিম্মায় দেওয়া হয়।

আলমডাঙ্গার কাটাভাঙা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বার্ষিক পরিক্ষার

টাকা চুরি

আলমডাঙ্গার কাটাভাঙা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বার্ষিক পরিক্ষার প্রায় ৪০ হাজার টাকা রহস্যজনক চুরির ঘটনা ঘটেছে। বুধবার দিবাগত রাত ২ টার দিকে স্কুলের তালা ভেঙে লকারে থাকা নগত ৪০ হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে যায়। এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। তবে, স্কুল কক্ষে ল্যাপটপ রেখে টাকা চুরির ঘটনায় রহস্যজনক ঘটনায় এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্যকর সৃষ্টি হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার বাড়াদী ইউনিয়নের ঐতিহ্যবাহি স্কুল কাঁটাভাঙা মাধ্যমিক বিদ্যালয়। গত ২৮ বছর যাবৎ নাইট গার্ডের চাকুরি করছেন একই এলাকার আব্দুল ওহাব। চলতি বছরের স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। পরীক্ষার ফ্রি,র টাকা সহকারী শিক্ষক স্কুলের লকারে রেখে যায়।

এদিকে প্রতিদিনের ন্যায় শারীরিক অসুস্থতার জন্য রাত ১ টার দিকে বাড়িতে চলে যায় নাইট গার্ড আব্দুল ওহাব। রাতে বাড়িতে ঘুমিয়ে পড়ে। সকালে স্কুলে ফিরে দেখে স্কুলের অফিস ও শিক্ষক মিলাতায়ন রুমের তালা ভাঙা। ওই রুমে গোপন জায়গায় সহকারী শিক্ষকের স্কুল বার্ষিক পরিক্ষার ৪০ হাজার টাকা চুরি হয়েছে বলে জানাযায়।

এ চুরির ঘটনায় নাইট গার্ড আব্দুল ওহাব জানান, গত ২৮ বছরে এই প্রতিষ্ঠান থেকে একটি গাছের পাতাও চুরি হয়নি। তবে, স্কুলের ওই রুমে কয়েকটা ল্যাপটপ ছিলো স্ব স্থানেই। ল্যাপটপ গুলো চুরি হয়নি। কিন্তু সহকারী শিক্ষকের গোপনীয় টাকা চুরির ঘটনাটি খুবই রহস্যময়।

কাটাভাঙা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মাসুদুল হক মান্নান জানান, সকালে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্কুলের রুমের ও লকারের তালাভাঙ্গা দেখতে পায়। লকারে থাকা প্রায় ৪০ হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে গেছে।

এ ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে ।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রোগীদের ব্যাগ থেকে টাকা চুরি

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে এসে দুই রোগীর টাকা চুরির ঘটনা ঘটেছে। আজ সোমবার বেলা ১১টার সময় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ১১৭ নাম্বার কক্ষের দরজায় এঘটনা ঘটে।

জানাগেছে, হোগলবাড়িয়া গ্রামের মনিরুলের স্ত্রী শোভা খাতুন তার শিশু কন্যাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন। টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট সংগ্রহ করে ১১৭ নাম্বার কক্ষের সামনে ডাক্তার দেখানোর জন্য লাইনে দাড়িয়ে অপেক্ষা করেন। এসময় তার ভেনেটি ব্যাগের চেইন খুলে ৬০০০ টাকা চুরি হয়ে যায়। একই সময় ফতাই পুর গ্রামের লাল্টু মিয়ার স্ত্রী জোসনা খাতুনও তার শিশু পুত্রের চিকিৎসা নিতে এসে উক্ত লাইনে অপেক্ষা করছিলেন। তার ব্যাগ থেকে ২৫০০ টাকা চুরি হয়ে যায়। তারা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স কর্তৃপক্ষকে জানালে সিসি টিভি ফুটেজের মাধ্যমে চুরির বিষয়টি জানা যায়। এতে দেখা যায় একজন নারী চোর টাকা চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে।

চিকিৎসা সেবা নিতে আসা অনেকেই জানান, শুধু আজকেই নয়, প্রতিনিয়তই রোগীদের টাকা চুরির ঘটনা ঘটছে। স্বাস্থ্য কমপ্লেক্রে মধ্যে পুলিশি তৎপরতার দাবী জানান ভুক্তভোগীরা।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা শুপ্রভা রানী জানান, রোগীদের টাকা চুরির বিষয়টি আমি শুনছি। একটি নারী চোর চক্র এগুলি ঘটাচ্ছে । আমি পুলিশি তৎপরতার জন্য কর্তৃপক্ষকে জানাবো।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুর রাজ্জাকের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি মোবাইল ফোন রিসিভ করেননি।